উপন্যাস ও ছোটগল্প :

ছোটগল্প সৃজনী গদ্যের নবতম রূপ। উপন্যাসেরও পরে এই আধুনিক শিল্পরূপের আবির্ভাব। ছোটগল্প জীবনের এক সংক্ষিপ্ত, ঘনসংবদ্ধ খণ্ডচিত্র। জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আকস্মিক ঝলসে ওঠা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে একটি অনিবার্য সুসমঞ্জস পরিণতি দেয় ছোটগল্প। ভাষার ইঙ্গিতময় মিতব্যয়িতা, বক্তব্য বিষয়ের বাহুল্যহীনতা, স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের ওপর চকিত আলোকপাত এবং সামগ্রিক সুর ও প্রতীতির ঐক্য সার্থক ছোটগল্পের জাত চিনিয়ে দেয়।

ছোটগল্প স্বল্পায়ত পরিসরে, জীবনের খণ্ডচিত্রের মধ্যে দিয়ে অন্তর্লীন কোন সত্যকে ছুঁয়ে যায়; অপরপক্ষে, উপন্যাস বিস্তৃত পরিসরে জীবনের জটিল ও পূর্ণতর রূপকে প্রকাশ করে। জীবনের বহুবিধ অভিজ্ঞতার প্রান্তসীমায় ধরা-পড়া শানিত ও বিস্ময়কর কোন কিছু ছোটগল্পের উপজীব্য; অন্যদিকে উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমি, সময়প্রেক্ষিত, অনেক চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাত, ব্যক্তি ও সমষ্টির আন্তর-সম্পর্ক ইত্যাদি জীবনের সমগ্রতার পরিচয় বহন করে। প্রান্তিক নয়, জীবনের কেন্দ্রীয় ঘটনা-অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের বিষয়রূপে গণ্য হবার যোগ্য। আসলে ছোটগল্পের কোনো ধরাবাঁধা বিষয় নেই। মানবচরিত্র ছাড়াও ধরা যাক কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির অমোঘ শক্তি কিংবা মানবেতর প্রাণীজগতের প্রতি মমত্ববোধ ছোটগল্পের বিষয়রূপে গৃহীত হতে পারে। উপন্যাসে কিন্তু মানুষ ও তার প্রতিবেশই মুখ্য উপজীব্য। মানবচরিত্রের গূঢ় জটিলতা উদ্‌ঘাটনের সহায়ক হিসেবে অন্যান্য প্রসঙ্গ সেখানে আসতে পারে।

ছোটগল্পের অপরিহার্য উপাদান, যথা, প্লট, চরিত্র, সংলাপ, সময় ও ঘটনাস্থল, পরিবেশ ও সামগ্রিক ঐক্য উপন্যাসেও বিশেষ জরুরি। তবে একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামোয় ছোটগল্প সীমায়িত থাকে বলে তাতে জীবনের সামগ্রিকতা পরিস্ফুট হতে পারে না। সেই তুলনায় ঔপন্যাসিক অনেক বেশী স্বাধীন। অনেক বিস্তৃত পরিসরে, স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনসত্যকে উন্মোচিত করা ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হয়। ছোটগল্পে থাকে একটি মাত্র বিষয়ের চকিত দ্যুতি ; ঔপন্যাসিক বহু মানুষের বহুতর অভিজ্ঞতাকে আশ্চর্য সংহতি দান করেন।

ছোটগল্পে অল্প কয়েকটি চরিত্রের কোনো একটি বিশেষ দিক বা প্রবণতা 'ইমপ্রেশনিস্ট' চিত্রকলার আঙ্গিকে আভাসিত করতে হয়। উপন্যাসে অনেক বেশি সংখ্যক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভব। ছোটগল্পে প্লট বলতে গেলে একটি এবং তাও যথাসম্ভব বাহুল্য ও বৈশদ্যবর্জিত। উপন্যাসে মূল বা কেন্দ্রীয় প্লটের সঙ্গে থাকতে পারে এক বা একাধিক অপ্রধান প্লট যেগুলি সমান্তরালভাবে তুলনা ও বৈপরীত্যে প্রধান কাহিনিবৃত্তকে স্পষ্টতর করে তোলে।

উপন্যাস ও নাটক :

নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ ভিত্তিভূমি বাস্তব জীবন। তবে এ-দুয়ের রূপভেদ প্রকরণগত। নাটক এক সুপ্রাচীন শিল্পরূপ যা একান্ত ব্যক্তিগত পাঠের জন্য নয়, যদিও 'পাঠ্য নাটক' বা 'Closet drama' নামে এক ধরনের নাটকের কথা শোনা যায়। নাটকের সাহিত্যিক উপাদান রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগদক্ষতা ও অভিনয়-পটুত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। চরিত্র, ঘটনাবলী, দৃশ্যপট, সংলাপ ইত্যাদি একইসঙ্গে শ্রুতিগোচর ও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে নাটকে। দৃশ্যমানতার অভাবহেতু উপন্যাসে বাস্তবধর্ম কিছুটা যে ক্ষুণ্ণ হয় না তা নয়, তবে মঞ্চসজ্জা, অভিনয়ক্রিয়া, সাজ-পোশাক, মঞ্চোপকরণ, আলো, সঙ্গীত, ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রয়োজন হয় না বলে ঔপন্যাসিক স্বাধীনতা পান অনেক বেশি। নাটক শুদ্ধ শিল্প নয়, মিশ্র শিল্প ; উপন্যাস সর্বতোভাবেই অবিমিশ্র সাহিত্যিক প্রকাশমাধ্যম।